তারিখ ১৯/৯/২০০০
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দৈনিক ইনকিলাব

টেক্সটবুক বোর্ড চেয়ারম্যান পদে রদবদল

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দ্রুত অনৈসলামীকরণের অপচেষ্টা

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনৈসলামীকরণের আওয়ামী চক্রান্ত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শতাধিক বই যখন সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন এবং নতুন কলোবরে লেখার এক ব্যাপক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম চলছে, সে মুহূর্তে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান পদে রদবদল করা হয়েছে। নতুন চেয়ারম্যান ডঃ তপন কান্তি চৌধুরী পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কুমিল্লার চেয়ারম্যান ছিলেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর তিনি এমন সময় নতুন পদে যোগদান করেন যখন আগামী ২০০১-২০০২ শিক্ষা বর্ষের প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী পর্যায়ের নতুন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ নিয়ে ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেক্সটবুক বোর্ড (এনসিটিবি) চরম সমস্যায় নিপতিত। ফলে নতুন বছরের শুরুতে দেশের এ দুই পর্যায়ের

১৬ এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দ্রুত অনৈসলামীকরণের অপচেষ্টা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোটি কোটি ছাত্রের হাতে বই পৌছানোর বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, যে সেকান্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক পুনঃ মুদ্রনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ডঃ তপন কান্তি চৌধুরীকে এনসিটিবি চেয়ারম্যান পদে নিয়োগদানকে দেশপ্রেমিক ও ইসলামপ্রিয় জনগণ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনৈসলামীকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সরকারের অপচেষ্টা বলে মনে করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দু- বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদ এবং বাংলাদেশ মন্দির মিশন পরিষদের কয়েকটি বিবৃতি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি প্রতিবেশী দেশের নিয়োজিত পঞ্চম বাহিনীর চাপে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিচার তথা সকল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে একটি বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মকর্তাদের নিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এনসিটিবির মত একটি দায়িত্বপূর্ণ সংস্থার চেয়ারম্যান পদে এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ডঃ তপন কান্তি চৌধুরীর নিয়োগ সে কারণেই দেশপ্রেমিক ও ইসলামী জনতার মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

গত ১৪ জুলাই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু নিমচন্দ্র ভৌমিক পূজা উদযাপন পরিষদকে একটি আন্দোলন আখ্যা দিয়ে বলেন, 'আমাদের এই আন্দোলনের ফলে... হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি হচ্ছে। অনেকে সচিবসহ বড় বড় পদে সমাসীন হচ্ছেন। এভাবে বাকি দাবী-দাওয়াও আন্দোলনের চাপে আদায় করা হবে।' (দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ জুলাই, ২০০০ দ্রষ্টব্য)। ইতিহাসের দিকে তাকালে এই আন্দোলনের চাপ যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা দিল্লীর প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট আকবর থেকে শুরু করে আলমগীর পর্যন্ত মোঘল ইতিহাসে লেখা আছে। বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁন থেকে শুরু করে শেষ নবাব সিরাজ উদদৌলা বুকের রক্ত দিয়ে লিখে গেছেন এই আন্দোলনের পরিণতি কি নির্মম হতে পারে।

'নিমচন্দ্র ভৌমিকের দাবী অনুযায়ী এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে বিজ্ঞাপ্তিতে বহু হিন্দু এখন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পদে পদোন্নতি লাভ করে আসীন আছেন। বেসামরিক ও সামরিক তথা প্রতিরক্ষা বিভাগে হিন্দুদের গুরুত্ব শুধু আগের চেয়ে বেশীই নয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার সাথেও জড়িত। মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার থেকে শুরু করে সচিব, অতিরিক্ত সচিবসহ এ ধরনের পদসমূহে যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে এখন হিন্দুদের জন্য বিশেষভাবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।' ('জাতীয় বেঈমান ও সকল সাম্প্রদায়িক অপসংঘকে রুখে দাঁড়াও' ডঃ আফতার আহমাদ, দৈনিক ইনকিলার, ২০ আগস্ট, ২০০০ দ্রষ্টব্য)।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দরপত্র নিয়ে এনসিটিবি এবং প্রকাশকদের মধ্যে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তারই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক, বিক্রেতা ও মুদ্রক সমিতির যৌথ নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত একাধিক বৈঠকে চেয়ারম্যান তরুণ কান্তি চৌধুরী বারবার এনসিটিবির আইন-কানুন সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এতদসত্ত্বেও কুমিল্লা থেকে নিয়ে এসে তাকে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান করেছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার। আর এসব গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও কসুর করেননি তারা। গত ১৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত বাংলাদেশ মন্দির মিশনে পরিষদের সভাপতি বিধু ভূষণ গোস্বামী বলেন, 'এদেশের সচিবালয়কে বলা হয় হিন্দু সচিবালয়। আমরা এদেশের হিন্দুরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, হিন্দু সচিবদের প্রমোশন দিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ...' কেন দিয়েছে?

ভারতের সঙ্গে পুনরেকত্রীকরণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য অভিন্ন মুদ্রা প্রচলনের জন্য স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের জন্য, সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহ বাদ দেয়ার জন্য, নাকি ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা তথা কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নের নামে মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামী তমদ্দুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য? (উদাহরণস্বরূপ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা প্রথমপত্রের সিলেবাসে গদ্যাংশ থেকে আদর্শ মহাপুরুষ প্রবন্ধের পরিবর্তে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'; এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নমাজ' প্রবন্ধের পরিবর্তে 'একটি তুলসী গাছের আত্মকাহিনী' এবং কবিতা থেকে ইসলামী জাগরণের বিখ্যাত কবিতা খেয়াপারের তরণী' বাদ দিয়ে সোনারতরী অন্তর্ভুক্তকরণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে)। এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় এ মুহূর্তে... সম্ভব নয়।

কিন্তু বাংলাদেশ মন্দির মিশন পরিষদের সভাপতি বিধু ভূষণ গোস্বামী উল্লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তার একটি উত্তর দিয়েছেন। বিধু ভূষণ গোস্বামীর মতে, এদেশের সচিব মহোদয় তথা হীরালাল বালা, মানিকলাল সমাদ্দার, ক্ষণদামোহন দাশ, অরবিন্দ কর, অতিরিক্ত সচিব গোপীমোহন মণ্ডল ও ডিএন ব্যাপারী, সিএমএম শৈলেন্দ্র অধিকারী, ধীরাজ মালাকারসহ অন্যদের সাথে আমি লোকনাথ মন্দিরে আলাপ-আলোচনা করে একটা বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছি, আর তাহল হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচন। ... (প্রাগুক্ত)।

সুতরাং সংবিধান সংশোধন (পরিবর্তন), স্বাধীন বঙ্গ ভূমি প্রতিষ্ঠা, অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি হস্তান্তর এবং পৃথক নির্বাচনের দাবী বিশ্লেষণ করলে এদেশের একশ্রেণীর হি
নেতা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রব
উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। ১৯
সালের সিলেবাসে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রে
অর্পিত সম্পত্তির দখল ও লুটপাট নিয়ে
'তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি সন্নি
হয়। আর আজ ২০০০ সালে অর্পিত
আইন বাতিলের পক্ষে তীব্র আন্দোল
তোলা হয়েছে। এ যোগ
কাকতালীয়? এদেশের সং
দেশপ্রেমিক ও মুসলিম জনতা
অনভিজ্ঞ ডঃ তপন কান্তি
এনসিটিবির মত গুরুত্বপূর্ণ পদে
নিয়ে আশঙ্কিত ও আতঙ্কিত
গুরুত্বপূর্ণ পদে আরও অ
দেশপ্রেমিক কর্মকর্তাকে বদ